সংবাদ

তারিখ ... ২৭.৩.৮৪ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ১ ... ...

016

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৯০

পাঠ্যবই-এ অপাঠ্য বিষয়

স্কুল পাঠ্যবই নামে যেসব স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয়, তার মধ্যে ক'টা বই পড়ে শেখা যায় তা নিয়ে প্রশ্ন বেশ উঠেছে। বিভিন্ন পত্রিকায় এ বিষয়ে পাঠকদের চিঠি প্রায়ই ছাপা হয়। পাঠ্যবইয়ে গলদের কথাই তাঁরা উল্লেখ করেছেন দৃষ্টান্ত দিয়ে। প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের প্রায় সব শ্রেণীর বইয়ে ভুল যা রয়েছে তা মারাত্মক ধরনের। ভুলে ভরা এসব বই পড়ে ছেলেমেয়েরা যা শিখবে ভুল ছাড়া তো আর কিছু নয়।

নবম ও দশম শ্রেণীর ভূগোল বইয়ে গোটা-ছয়েক ভুল, সপ্তম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান বইয়ে ইতিহাসের বিকৃতি সম্পর্কে দু'টো চিঠি যথাক্রমে ২১শে ও ২৩শে মার্চ তারিখের দৈনিক 'সংবাদ'-এ ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে ৩য় শ্রেণীর গণিত বইয়ের একটা ভুল সম্পর্কেও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ভূগোল বইয়ে তথ্য ও হিসাবের যে গোলমাল গত বছরে ছিল, এ বছরেও তা রয়ে গেছে। প্রকাশক, বাংলা স্কুল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ভুলে ভরা পাঠ্যবই পরিবেশন করে যে সাংঘাতিক অন্যায় করেছেন তার সংশোধনও করা হয়নি পরবর্তী এক বছরের মধ্যে। সম্ভবতঃ ছাপা বইয়ে এসব ভুল তাদের চোখে ধরা পড়েনি।

সপ্তম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান বইয়ে ইতিহাসের বিকৃতির যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি তার প্রতি আমরাও আকর্ষণ করতে চাই। এই বিকৃতি ছেলেমেয়েদের কচি মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ বুনতে পারে বলে ধারণা করার যথেষ্ট হেতু আছে। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের পিছনে কি এবং কারা ছিল ইতিহাসের সেসব তথ্য ইতিহাসবিদদের তো বটেই ইতিহাস পাঠকদেরও অজানা থাকার কথা নয়। তবুও সেই জানা তথ্য অন্যভাবে পরিবেশিত কেন? অতীতের ইতিহাস বদলায় না। অন্য রূপ দিয়ে সত্য ঘটনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিভীষণ, মীরজাফর ও কুইসলিংরা ইতিহাসে যে ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য তারা তো প্রবচনের কুখ্যাত নায়করূপে চিরজীবী। সেই ভূমিকার বিষয় ভুলে গিয়ে যারা অন্য কথা লেখেন তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগেই। 'ইতিহাস জাতির গৌরব ঘোষণার নহে সত্য প্রকাশের জন্য'। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের সারবত্তা এদেশের এ জমানার ইতিহাস লেখকদের কেউ উপলব্ধি না করলে মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারেন। কিন্তু পাকিস্তান আমলের ধারায় কর্তার ইচ্ছায় কীর্তনের ধুয়া ছড়াতে চান কেন? ইংরেজ প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাকিস্তানী শাসকরা ধর্মীয় বিদ্বেষ ভাব জাগিয়ে রেখেছিল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তারই ফলশ্রুতিতে সে আমলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়েও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে সমস্ত পাঠ্য বিষয় নির্ধারিত হয়েছিল সেগুলোর অধিকাংশ ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির প্রাধান্যযুক্ত অপাঠ্য ব্যতীত কিছু নয়। সে শাসনের যুগ গত হলেও সেই বিদ্বেষভাব স্বাধীন বাংলাদেশে জিয়ানো থাকে এটাই আশ্চর্যের। এটা সরকারের ঘোষিত নীতির পরিপন্থী হলেও সরকারী স্কুল পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশিত পুস্তকাদিতে স্পষ্টভাবে ফুটে থাকে কি কারণে? সচেতন কর্মের ফসল অথবা খেয়ালের ফল যাই-ই হোক না কোন, এ অন্যায় ক্ষমাহীন। কারণ এমন ধরনের অপাঠ্য পাঠে ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় মহা-গলদ সৃষ্টিতো হচ্ছেই, বিকৃত সত্যে তাদের মনও কলুষিত হতে চলেছে। সুশিক্ষিত ও সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলা এমন পাঠ বিষয় দিয়ে যে সম্ভব নয়, সেটা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি বুঝতে চেষ্টা করেন তবেই মঙ্গল।

খেয়ালে কাজের একটা নমুনা তৃতীয় শ্রেণীর গণিত বইয়ে আমাদেরও চোখে পড়েছে। বিয়োগ অংকের প্রশ্নমালার একটা অংকের উপরের রাশি ৭৭১ আর নীচের রাশি ৭৭৬। তৃতীয় শ্রেণীতে যারা পড়ে সেই শিশুরা এই অংক কষতে গিয়ে হতবুদ্ধি ছাড়া আর কি হতে পারে? এধরনের অংক কলেজ ইউনিভার্সিটি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেয়া হলে না হয় ঠিক আছে বলা যেতো। কিন্তু শিশুক্লাসের জন্য এতো এক মহা-বিভ্রান্তিকর কাজের নমুনা। তাছাড়া অংকের ছাপানো উত্তর দেয়া হয়েছে ২৫। সুতরাং সব মিলিয়ে ব্যাপার দাঁড়ায় কি? ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ার বইয়ের বিষয়-বস্তু নির্বাচন ধীরস্থির মাথায় করতে হয় এবং সেসব পাঠ্যবই-এ ভুল যাতে না থাকে তার জন্য যথেষ্ট মাত্রায় সতর্কভাবে কাজ করতে হয়। আমাদের স্কুল পাঠ্যবইগুলোতে সেই সুস্থ চিন্তা ও কর্মে আন্তরিকতার প্রকাশ কতটুকু? ছোটদের শিক্ষার ব্যাপারে দায়সারা কাজের পরিণামও যে অনিষ্টকর তা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আর কবে বুঝবেন? সবই ছাপার ভুল বলে ক্ষমা করা হলে এই অনিষ্টের হাত হতে যে রেহাই পাওয়া যাবে না তা তাঁদের অন্ততঃ বুঝে চলা উচিত। সাধারণভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের ধারণা থাকে যে, ছাপানো বইয়ে কোন ভুল থাকে না। অথচ তাদের জন্যই ছাপানো পাঠ্যবইগুলো ভুলে ভরা। এসব বই তারা সরল বিশ্বাসে সত্য জেনেই তো পড়ছে। তাদের এই বিশ্বাস টলানো কঠিন। অথচ এই বিশ্বাসের পাঠ কুশিক্ষার পথে ঠেলে দিচ্ছে।

সরকার এবং শিক্ষা বিভাগের পণ্ডিতরা অবস্থার পরিণাম একবার গভীরভাবে চিন্তা করুন। ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই যাতে নির্ভুল হয় এবং তার মধ্যে বিকৃত রুচির প্রকাশ যাতে না ঘটতে পারে সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রেখে চলুন। আর কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা যে অনেক ভাল এটা একটু মনে রাখতে চেষ্টা করুন। তাহলেই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কল্যাণ হবে।